উপদেষ্টা
ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী
ডঃ মুহম্মদ ইব্রাহীম
ডঃ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান
ডঃ হুমায়ুন আহমেদ
ডঃ ভূঁইয়া ইকবাল
সম্পাদনা উপদেষ্টা
মোঃ আবদুল কাদের
সম্পাদক
এস,এ,বি,এম, বদরুদ্দোজা
নির্বাহী সম্পাদক
আজম মাহমুদ
সহযোগী সম্পাদক
প্রকৌশলী সেলওয়ার হোসেন আজাদ
প্রধান নির্বাহী
ভূঁইয়া ইনাম লেনিন
সহকারী সম্পাদক
মইনউদ্দীন স্বপন
মুঃ তারেকুল মোমেন চৌধুরী
সম্পাদনা সহযোগী
☐ মোঃ জিয়াউদ্দিন ☐ মাসুদুর রহমান
☐ আসিফ মাহমুদ ☐ এইচ এস ফিরোজ
☐ জহিরুল করিম ☐ জহির হোসেন
☐ শীনা ইনাম ☐ রেহানা আখতার
☐ এ মল্লিকা রাজ ☐ শম্পা মাহমুদ
বিদেশ প্রতিনিধি
তানভীর আহমেদ লেলিন — আমেরিকা
ডঃ খান মনজুর-এ-খোদা — কানাডা
ডঃ এস, মাহমুদ — বৃটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী — অষ্ট্রেলিয়া
এ.এস.এম. আশরাফুল হক — চীন
মোঃ মোজাফ্ফিজুর রহমান — পাকিস্তান
হারুনুর রশিদ — জাপান
আবুল কাশেম মিয়া — জাপান
এস, ব্যানার্জী — ভারত
আঃ ফঃ মোঃ শামসুজ্জোহা — সিংগাপুর
এস,এম, জামাল — সুইডেন
মোঃ হাফিজুর রহমান — হল্যান্ড
নাছির উদ্দিন পারভেজ — মধ্যপ্রাচ্য
প্রচ্ছদ ঃ মোমেনটাম, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
কমপিউটার কম্পোজ ঃ
কমপিউটারলাইন
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫।
ফোন ঃ ৮৬৬৭৪৬ ফ্যাক্স ঃ ৮৬২১৯২
মুদ্রণে ঃ ন্যাশনাল প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস লিঃ
৫০-৫১ বেগম বাজার, ঢাকা।
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক
সালমা ফেরদৌস রীথি
উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থাপক
এম. এ. হক অনু
প্রকাশক ঃ নাজমা কাদের
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫।
ফোন ঃ ৮৬৬৭৪৬; ফ্যাক্স ঃ ৮৬২১৯২

দাম ঃ প্রতি কপি পনের টাকা

গ্রাহক হবার জন্য বার্ষিক (রেজিষ্ট্রি ডাকে) দুইশত টাকা, ষান্মাসিক (রেজিষ্ট্রি ডাকে) একশত দশ টাকা নগদ, মানি অর্ডার, চেক, ব্যাংকড্রাফট-এ "কমপিউটার জগৎ" নামে ১৪৬/১, আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

সম্পাদকের দফতর থেকে

মাসিক
কমপিউটার জগৎ
মে ১৯৯৫

বিশ্বযোগাযোগের রুদ্ধদ্বারে জনগণ মাথা কুটবে আর কত দিন?

টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশের শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সামাজিক অগ্রগতি পিছিয়ে পড়ছে দারুনভাবে। সরকার টিএন্ডটির স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে জনগণকে ইন্টারনেটের চাইতে ৯ হতে ২০ গুণ বেশী খরচে টিএন্ডটির মাধ্যমে বিশ্বের সাথে যোগাযোগ করতে বাধ্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এটা রীতিমত মানবাধিকার ও নাগরিক স্বাধীনতার আধুনিক ধারণার ও পরিপন্থী।

আজ বিশ্বের ৪ কোটি মানুষ ও প্রতিষ্ঠান ইন্টারনেটের মাধ্যমে টেলিফোন-ও- কমপিউটারে পরস্পরের সাথে স্বাধীনভাবে যোগাযোগ করতে পারছে। টেলিফোনের কথা বলার খরচ যতটা আদায় করছে টিএন্ডটি তার ২০ ভাগের ১ ভাগ খরচে একাজটা করা যায় ইন্টারনেটের মাধ্যমে।

পাকিস্তান, চীন, ভারত, থাইল্যান্ডসহ এশিয়ার প্রায় সকল দেশ ইন্টারনেটের মাধ্যমে জনগণের বিশ্বযোগাযোগের দুয়ার খুলে দিয়েছে। সরাসরি ইন্টারনেটের বিশ্ব নেটওয়ার্কের সাথে বাংলাদেশের হাজার হাজার কমপিউটার সমৃদ্ধ গৃহ ও প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত হতে দিলে টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে একটা বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটতেও পারে রাতারাতি। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১টি কমপিউটার ও ১টি টেলিফোন বিশ্বের ১২ হাজার ডাটাবেস থেকে জ্ঞানতথ্য সংগ্রহের চাবিকাঠি তুলে দিতে পারে হাজার হাজার শিক্ষার্থী-শিক্ষকের হাতে, শতকোটি টাকার গ্রন্থাগার দিয়ে তা পূরণ করার পথ নেই। সফটওয়্যার ও ডাটা এন্ট্রি ইণ্ডাষ্ট্রী ইন্টারনেটের অভাবে বাংলাদেশে মাথা তুলতে পারছে না অথচ এখাতে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত তরুণের কর্মসংস্থান ঘটবার কথা ছিল।

দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হচ্ছে, টিএন্ডটির মনোপলি টিকিয়ে রাখার জন্য সরকার ইন্টারনেটের সিংহদুয়ার অবরোধ করে তার উপর টিএন্ডটিকে বেপরোয়া অর্থ আদায়ের এখতিয়ার দিচ্ছে, জনগণের স্বার্থের বিনিময়ে। সেলুলার টেলিফোনের মনোপলি আর টিএন্ডটির মনোপলি সভ্যতা, কর্মসংস্থান ও শিল্পবাণিজ্যের শুধু নয়, প্রবাসীদের সাথে সমাজের যোগাযোগকে দুর্বহ করে তুলেছে–ডাকটিকেট আবিষ্কারের পূর্বে মাশুল বহনে অক্ষম পত্র প্রাপকের অবস্থানের মত। তখন অনেকসময় খামের ভিতরে সাদা কাগজ থাকলে প্রাপক বুঝে নিত প্রেরক ভাল আছে। তেমনি করুণ অবস্থায় সমাজকে আজ ফেলে রেখেছে টিএন্ডটি। ইন্টারনেট সমগ্র সমাজকে প্রবাসীদের সাথে আর্থিক যোগাযোগের সুলভ ক্ষেত্র তৈরী করে দিত। আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ১০/১২ গুণ বেড়ে উঠলে সমাজ ও অর্থনীতি বদলাতে শুরু করতো অভাবিত গতিতে।

টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে বাংলাদেশে ডিজিটাল, আইএসডি কল, অফিস, বুথ, রুরাল রেডিও টেলিফোন কিংবা মনোপলি সেলুলারের যে সাফল্যের কাহিনী সরকার প্রচার করছে, তার সাথে এ কথাটি যুক্তভাবে বিচার করলে সমগ্র আয়োজনটিই অর্থহীন হয়ে ওঠে যে, সমগ্র এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার ৪ কোটি ব্যাক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাথে শিল্প বাণিজ্য, শিক্ষা-গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ইন্টারনেটের মাধ্যমে বাংলাদেশকে সরাসরি টেলিযোগাযোগ গড়ে তোলার অতীব সুলভ ব্যবস্থার পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে সরকারী মনোপলি–টিএন্ডটি কমপিউটার টেলিযোগাযোগ আর ইন্টারনেট–এ তিনের মিলনে সমগ্র বিশ্বটাকে হাতের মুঠো পাবার শক্তি অর্জন করেছে বিশ্ব–বাংলাদেশকে তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার ফলে তার অর্থনৈতিক দায় দাড়াচ্ছে বিশাল। যা স্বাভাবিকভাবে কিছুতেই কাটিয়ে ওঠা যাবে না। এখন অনেক কোম্পানী সিঙ্গাপুরের বদলে ভারতীয় নোডের আওতায় ইন্টারনেটের সংযোগ পেতে চেষ্টা করছে। বাংলাদেশকে ভারতীয় টেলিযোগাযোগের তালুক করে তুললে টিএন্ডটি ইন্টারনেটের মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্যক্তি, ভার্সিটি ও প্রতিষ্ঠান যদি সরাসরি বিশ্বকে নাগালে না পায়, তাহলে বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তি শিল্প কেবল নয়, শিল্পবাণিজ্য সহ যাবতীয় নিরাপত্তাও হয়ে পড়বে ভারতীয় ব্যবস্থার অধীন।

কমপিউটার জগৎ গত চার বছর ধরে জনগণের অবাধ যোগাযোগের সর্বাধুনিক প্রযুক্তিকে সবচাইতে সুলভে জনগণের হাতে তুলে দেয়ার দাবী জানিয়ে আসছে। কিন্তু স্বয়ং সরকার, ডাক-তার মন্ত্রী ও টিএন্ডটি জনগণের যোগাযোগের অধিকার রহিত করে দেশকে কেন পিছিয়ে দিচ্ছেন, এ জবাবদিহিটা তাদের করা উচিত।

এ বেদনাবহ জিজ্ঞাসা নিয়ে আমরা পঞ্চমবর্ষে পদার্পণ করছি।

পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে আমাদের পাঠক দেশবাসী, গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক ও লেখকদের জানাই শুভেচ্ছা।

লেখক সম্পাদক ঃ ☐ রেজাউল করিম ☐ আবদুল হালিম ☐ গোলাম নবী জুয়েল ☐ মোঃ হাসান শহীদ